বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
২২৩৫ শেপার্ড এভিনিউ ইষ্ট (এট্রিয়া-২), স্যুইট নং-১৫০৫
টরন্টো, ওন্টারিও এম২জে ৫বি৫, কানাডা
দূরালাপনিঃ +১-৬৪৭-৮১২-২৭৯১ ফ্যাক্সঃ +১-৪১৬-৪৯২-৩১৭১
ই-মেইলঃ mission.toronto@mofa.gov.bd

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১১ জানুয়ারি ২০২১
টরন্টো, কানাডা

টরন্টোর বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযথভাবে পালন করেছে। কোভিড -১৯ লকডাউনের মধ্যে, কনস্যুলেট কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য প্রটোকল মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মিশনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কনস্যুলেট জেনারেলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত বার্তা পড়ে শোনানো হয়। এছাড়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শন এবং দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কনসাল জেনারেল নাঈম উদ্দিন আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন যে, বাংলার গণমানুষের অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর আজীবন যে অবর্ণনীয় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন- তা বিশ্বে নজিরবিহীন।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন ছিল বাঙালীর জন্য আবেগঘন ও আনন্দের একটি দিন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ছিল অপরিহার্য।

কনসাল জেনারেল আরো বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং আন্তর্জাতিক চাপ ও সমর্থনের কারনে পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাহস পায়নি। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির হাতে তিনি নির্মম ভাবে নিহত হয়েছেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাকর। সবশেষে, কনসাল জেনারেল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অব্যাহত উন্নয়ন ও শান্তির জন্য বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।